ছাত্রসমাজ কেন রাজনীতি করবে

প্রিয়াঙ্কা পূজা

রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনীতি চর্চায় ছাত্রসমাজের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে অনভিপ্রেত সন্ত্রাস, হানাহানি, চাঁদাবাজি মাস্তানি ইত্যাদি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন; কিন্তু এ দাবি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ছাত্র সমাজের নিজেদের উন্নয়নের জন্য যেমন ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন তেমনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্যও ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন। একথা সত্য যে, সমাজের সবচেয়ে চলিষ্ণু, চিরজাগ্রত অংশ ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজ সমাজের বলিষ্ঠ অংশ, বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠী নয়। ছাত্রসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছাত্রসমাজ চিন্তা-চেতনা এবং শিক্ষায় এক অগ্রগামী বাহিনী। দেশ-বিদেশে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শিক্ষা লাভ যেমন তেমনি দেশের অগণিত জনগোষ্ঠীর সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে দেশ ও জাতির অবস্থা সচেতনভাবে উপলব্ধি করাও তাদের কর্তব্য। তাছাড়া মানুষ জন্মাবধি রাজনৈতিক সামাজিক জীব। ছাত্রজীবন সেই পূর্ণাবয়ব মানুষেরই একটি বিশেষ অধ্যায়। আধুনিক সমাজ নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ত অস্থির। স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নানা সমস্যার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস শিক্ষায়তনের চত্বরে এসে আছড়ে পড়ে। শিক্ষায়তনগুলো তো বৃহত্তর সমাজেরই ক্ষুদ্রকায় বিগ্রহ। সেখানেও সমাজ ভাবনার নিত্য অনুপ্রবেশ সামাজিক আন্দোলনের উত্তাপ অফুরান প্রাণশক্তির প্রতীক তরুণ ছাত্রসমাজকে স্পর্শ করে। রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয় তারা। ছাত্রসমাজ সব যুগেই অবিচারের প্রতিবাদ। যুগে যুগে ছাত্রসমাজের স্পর্শেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ভাবাদর্শগত লড়াই বিশ্বকে যখন আলোড়িত করেছে, ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নিপীড়ন, চলছে মুক্তি সংগ্রাম তখন ওইসব দেশে সমাজের সচেতন এবং সংগ্রামী ও সংগ্রামী অংশ হিসেবে ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক সংগ্রামের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে, শিক্ষা আন্দোলনে, ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ছাত্র রাজনীতির এ দেশব্রতী ভূমিকাকে তুচ্ছ করে দেখা কি সম্ভব? আজকের বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের ছাত্ররাই শুধু রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে তা তো নয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে-যে দেশের চলমান আন্দোলনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যদিও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ এখানে কাজ করছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় ছাত্রদের রাজনীতিতে মুখ্য স্থান নিয়েছে যুদ্ধবিরোধী-মানবতাবাদী বিপ্লবের ভাবাদর্শ। খুব বেশি দিনের কথা নয়, চীনের ছাত্রসমাজ ও ফুঁসে উঠেছিল রাজনৈতিক তৎপরতায়। তাছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়নের অপরিহার্য অঙ্গ। ছাত্রদের কাছে অধ্যয়নই তপস্যা একথা ঠিক; কিন্তু অধ্যয়নের পরিবেশ যদি না থাকে তবে জ্ঞানার্জন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে ছাত্রদেরই। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজের অগ্রসর অংশ হিসেবে ছাত্রসমাজকেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় সর্বাধিক সচেষ্ট। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে না তারা ছাত্রসমাজকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রভাব বলয়ে আনার জন্য ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। ফলে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে রাজনীতি সচেতন, মননশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে, বিচ্যুত হয়েছে ছাত্র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে, ব্রতী হয়েছে চাঁদাবাজি, টেন্ডার ছিনতাইয়ের মতো সন্ত্রাসী কার্যকলাপে, প্রভাবিত হচ্ছে নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, অনভিপ্রেত অনাচার, পরীক্ষায় দুর্নীতি, জঘন্য অপরাধ প্রবণতা, বিকৃত অশ্লীল অপসংস্কৃতির দ্বারা।

আমাদের দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক অস্থির রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ছাত্র রাজনীতির রুচি বিকার ঘটেছে। কিন্তু ছাত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অসুস্থ-বিকৃত রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রসমাজ। এই নীল ঘূর্ণির আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সত্য-সুন্দরের পূজারি ছাত্রদের ছাত্র রাজনীতির মূল ধারায় ফিরে আসার জন্য সচেষ্ট হতে হবে ছাত্রদেরই। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, ছাত্ররা পৃথিবীতে নতুন বন্যা ডেকে আনে, যেখানে যত অন্যায় তার বিরুদ্ধে তারা কুঠার হস্ত হয়—ছাত্রদের যৌবন শক্তির উদ্ধত আবেগে সব অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, পাপ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তাই ছাত্রসমাজ বিবর্তিত সমাজ-ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হবে- এটাই বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা। এদের সমাজের চলমান ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ এক অনুদার ও অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পুষ্টিসাধন। তাই সভ্যতার নীলকণ্ঠ এই ছাত্রসমাজ রাজনীতিতে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবে কারণ—

- ছাত্ররা তরুণ, প্রাণচঞ্চল, হৃদয়প্রবণ। তাই সামাজিক আন্দোলনের তীব্র প্রবাহ ওদের স্পর্শ করবেই।
- ছাত্ররা নিশ্চয়ই কূপমণ্ডুক হবে না—বাইরের জগৎ জীবনের আহ্বানে তাড়া দেবেই।
- নিঃসন্দেহে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—তবু সমাজ ও জীবনের সঙ্গে ছাত্রদের নিকট সম্পর্ক থাকবেই।
- মূঢ়, অন্ধ দলীয় রাজনীতি পরিহার করে ছাত্ররা রাজনীতি করবে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধের জন্য।
- ছাত্ররা রাজনীতি করবে সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপনের জন্য, আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদের বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ও সুবিধা বৃদ্ধির জন্য, শিক্ষায়তনে যথাসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য।
- ছাত্ররা আন্দোলন করবে দলীয় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন থেকে শিক্ষায়তনকে রক্ষার জন্য, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার জন্য।
- ছাত্ররা রাজনীতি করবে সেশন জট দূর করে পরীক্ষায় অচলাবস্থা নিরসনের জন্য।
- ছাত্ররা আন্দোলন করবে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট নির্ধারণের জন্য, কর্মমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য।
- ছাত্ররা রাজনীতি করবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণের জন্য, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।
- ছাত্ররা রাজনীতি করবে মেধা ও মননে সমৃদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে, টেন্ডার ছিনতাই করে বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়ার জন্য নয়।
- সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত না হলেও বিভিন্ন সামাজিক, সেবামূলক, গঠনমূলক কাজ ছাত্ররা ছাত্রজীবনেই করবে, যা চূড়ান্তভাবে তাদের রাজনীতিতে নিয়ে যাবে।
- ছাত্ররা সৎ মানসিকতার অধিকারী- ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তাদের যোগদান রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করবে।
- মাতৃভূমির পতাকা বইবার ভার ভবিষ্যতে ছাত্রসমাজের ওপরেই বর্তাবে। সেই শক্তি অর্জন তাকে ছাত্রজীবনেই করতে হবে।
- সর্বোপরি রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়। রাজনীতি হচ্ছে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কাঠামো। এই রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের নৈতিক অধিকার ছাত্র সমাজের রয়েছে।

[লেখক ঃ ভিকারুন্নিসা নূন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী।]